দৈনিক খবর

তারিখ 19 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

২৮

এরশাদের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নজরুল চেয়ার' স্থাপন করা হবে

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সকল সাহিত্যকর্মের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনা হয়। 'বাসস' জানায়, বৈঠকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সভাপতিত্ব করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ খান, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, তথ্য সচিব এ এন এম ইউসুফ, সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব সৈয়দ আহমদ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ জোর দিয়ে বলেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় কবির কর্মের যথাযথ প্রতিফলন থাকা উচিৎ। তিনি নজরুল গীতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। তিনি নজরুল গীতির সঠিক বাণী ও

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বরলিপি সংগ্রহের উপরও জোর দেন।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় কবির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনগুলোর এ লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। তিনি তাঁর কর্ম ও গানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তাদেরকে প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানান।

বৈঠকে কবি নজরুল ইসলামের কর্মের প্রকাশনা এবং সুলভ মূল্যে সেগুলোর বাজারজাতকরণের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া পুস্তকাকারে নজরুল গীতির সংকলনের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কবি নজরুলের কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্যকর্ম ইংরেজীতে অনূদিত হবে এবং তাদের প্রকাশনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুল সংক্রান্ত অধ্যাপকের স্থায়ী পদসহ নজরুল চেয়ার স্থাপন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন জাতীয় কবি সংক্রান্ত নিয়মিত বক্তৃতা অধিবেশনের ব্যবস্থা করবে এবং পুস্তকাকারে সেসব বক্তৃতা প্রকাশিত হবে। নজরুল ইন্সটিটিউট মরহুম কবির জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

পুরনো নজরুল গীতি সঠিক সঙ্গীত স্বরলিপিসহ অডিও ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত হওয়া উচিৎ এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী ৫ বছরে ১শ' নজরুল গীতি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

বৈঠকে জাতীয় পর্যায়ে কবি নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রতি বছর নজরুল গীতি বিষয়ক একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে এবং সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও সরকার সমর্থিত লাইব্রেরীগুলো জাতীয় কবির কর্ম রক্ষা করা উচিৎ।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও বাংলাদেশ মাঝে মাঝে নজরুল গীতি ও নাটক প্রদর্শন ও প্রচার করবে এবং নজরুল গীতির শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর সম্প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নেবে।